অব্রামের পরিবারে অশান্তি

আদিপুস্তক ১৬.৪-৬ পদ

গত সপ্তাহে, আদিপুস্তক ১৬.১-৩ পদ থেকে আমরা দেখেছি ঈশ্বরকে সাহায্য (?) করতে সারীর প্রস্তাব অনুসারে অব্রাম মিসর থেকে আনা দাসী হাগারকে বিয়ে করেছে। সারী ভেবেছিল, ঈশ্বর তার স্বামী অব্রামের প্রতি এত কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তা পূর্ণ করতে অব্রাম ও সারীর উচিৎ ঈশ্বরকে সাহায্য করা। আবার, যেহেতু সময় চলে যাচ্ছে (ইতিমধ্যে ১০ বৎসর হয়ে গেছে), সেইহেতু ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার কাজ আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে (অব্রামও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে)। তাই, কেবল অব্রামের ঔরসে প্রতিজ্ঞাত সন্তানের জন্মের বিষয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে সারী স্মরণ করল। সে ভাবল, "ঈশ্বর যখন তাঁর ইচ্ছার কথা আমাদের জানিয়েছেন, তখন আমাদের উচিৎ আমাদের মাথা খাটিয়ে আমাদের পথে ঈশ্বরের সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে হবে।" সারী যখন এই পথে চিন্তা করেছিল, তখন সে তার মাংসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যুক্তি দেখাল যে ঈশ্বর যেহেতু তাঁর প্রতিজ্ঞায় সারীর গর্ভে প্রতিজ্ঞাত সন্তানের জন্মের কথা বলেননি, তিনি কেবল অব্রামের ঔরসে জন্মের কথা বলেছেন সেইহেতু দাসী হাগারকে বিয়ে করে অব্রাম সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানকে জন্ম দিতে পারে। আর এইভাবে সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, অব্রাম ও সারী ঈশ্বরকে সাহায্য (?) করতে পারে;কারণ ঈশ্বরের একার পক্ষে এমন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা সম্ভব নয়(?)। এই ইচ্ছা পূর্ণ করতে ঈশ্বরের পথ কী, তা জানতে তারা একবারও ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল না।

অব্রাম ও সারীর মত আমরাও একই ভুল করে থাকি। আমরা ভাবি যে ঈশ্বরের কঠিন প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণ করতে আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বর সাহায্য আশা করেন। তাই, তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে আমরাও আমাদের জাগতিক পথকে গ্রহণ করি। আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি স্বয়ং-সম্পন্ন ঈশ্বর, তিনি কারুর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নন। তিনি একাই তাঁর সমস্ত ইচ্ছাকে তাঁর মনোনীত পথে পূর্ণ করতে সক্ষম। আমাদের উচিৎ তাঁর ইচ্ছাকে জানার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা যেন তাঁর পথকেও জানার চেষ্টা করি। আমরা যখন তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে তাঁর পথকে অনুসরণ করি, তখনই প্রকৃত সফলতা লাভ করি। কিন্তু পরিবর্তে, তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে আমরা যখন নিজেদের পথকে ব্যবহার করি, তখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন তথা আমাদের পরিবার বা মণ্ডলী বা সমাজ বা কর্মস্থল বা বন্ধু-মহলে অশান্তি, অরাজকতা ও লড়াইকে জন্ম দিই।

অব্রাম ও সারী ঈশ্বরকে সাহায্য (?) করার নামে, তাদের নিজেদের পথে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে গিয়ে যে পারিবারিক অশান্তিকে জন্ম দিয়েছিল, বাইবেল সে বিষয়ে আমাদের বলে যে, সেই অশান্তির আগুন তাদের পরিবারকে প্রায় ১৩ বৎসর কষ্ট দিয়েছিল। আজ আমরা অব্রামের পরিবারে এই অশান্তি কীভাবে ছড়িয়েছিল, তা দেখব।

১। <u>সারীর প্রতি হাগারের অবজ্ঞা বা ঘৃণা</u>- ৪ পদে আমরা পাই যে, দাসী থেকে স্ত্রীর পদমর্যাদায় উন্নীত হবার পর অব্রামের দ্বারা যখন হাগার গর্ব্ভবতী হল, তখন সে "*নিজ কর্ত্রী (অর্থাৎ সারীকে) তুচ্ছজ্ঞান করতে লাগল।*" সেই সময় কনান দেশে বিবাহিত মহিলার বন্ধ্যাত্বকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করা হত। এই ঘটনাকে সেই স্ত্রী-লোকের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি বা কোপ হিসাবেও বর্ণনা করা হত। সারীর কথার মধ্যেও এ বিষয়টা পরিষ্কার, যখন সারী ২ পদে এমন কথা বলেছিল, "*সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করেছেন।*" তাই হাগার সাধারণ মানুষের ন্যায় মনে মনে এমন কথা ভাবতে শুরু করল, "ঈশ্বর সারীকে অবহেলা করলেও, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন;তাই আমি অব্রামের দ্বারা গর্ব্ভবতী হয়েছি। অব্রামের কোন শারিরিক সমস্যা নেই, ঈশ্বর সারীর প্রতিই অসন্তুষ্ট।" কেবল তাই নয়, হাগার আরও ভাবল যে, এবার থেকে অব্রাম সারীর থেকে হাগারের প্রতিই বেশি ভালোবাসা বা নির্ভরতা প্রদর্শণ করতে বাধ্য;কারণ সে অব্রামের পরিবারের উত্তরীধিকারীকে গর্ব্ভে ধারণ

করেছে।

কিন্তু হাগার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা কতখানি, তা জানে না। হাগার জানে না, *"ঈশ্বর বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন, পুত্রদের আনন্দময়ী মাতা করেন"* (গীত ১১৩.৯)। এই অজ্ঞানতার ফলস্বরূপ, হাগার সারীর বন্ধ্যাত্বকে কেন্দ্র করে তার সতীনকে উঠতে-বসতে খোঁটা দিতে বা অবজ্ঞা করতে শুরু করল, যেমন ইল্‌কানার স্ত্রী পনিন্না তার সপত্নী হান্নাকে বিরক্ত করত (১ শমূয়েল ১.৬-৭)। কেবল তাই নয়, সারী যদিও হাগারের মাধ্যমে পুত্রবতী হবার ইচ্ছায় নিজের স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল, হাগার কিন্তু তার সন্তানকে সারীর সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতেও রাজী নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, হাগার যদিও নিজেকে সারীর সতীন হিসাবে চিন্তা করছে, বাইবেল কিন্তু হাগারকে এখনও সারীর দাসী হিসাবেই উল্লেখ করেছে (দাসী-কর্ত্রীর সম্পর্ক, ৪ পদ, ৮ পদ, ৯ পদ)। এরপর ২২ অধ্যায়ে ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে নিজের ছেলেকে হোমার্থে বলি দিতে আদেশ করবেন, তখনও তিনি এমন কথা বলবেন, *"তুমি নিজের পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, . . . সেই ইস্‌হাককে . . . হোমার্থে বলিদান কর"* (২২.২, ১২, ১৬)। অর্থাৎ, হাগারের দ্বারা উৎপন্ন পুত্র, ইশ্মাইয়েলকে ঈশ্বর যদিও বড় জাতি হবার আশীর্বাদ করেছিলেন (১৬.১০; ১৭.২০), কিন্তু কখনও তাকে প্রতিজ্ঞার সন্তানের মর্যাদা দেননি। কারণ ইশ্মায়েল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ফল নয়, সে মানুষের কাজের ফল। আমাদের পরিত্রাণও একই প্রকার) আমরা আমাদের পবিত্রতা বা ধার্মিকতার বড়াই করতে পারি, কিন্তু তা ঈশ্বরের কাছে মলিন বস্ত্রের সমান (যিশা ৬৪.৬)। তাই, আমরা কেবল যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, তা কর্মের ফল নয় (ইফি ২.৮-৯)।

২। <u>সারীর প্রতিশোধ</u>- হাগারের এমন আচরণ (যা সারী এর আগে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেনি) দেখে সারী অতীষ্ট হয়ে ওঠে। সারী হাগারকে সায়েস্তা করতে অব্রামের শরনাপন্ন হল এবং এই অন্যায় ও অবিচারের দায় সম্পূর্ণভাবে অব্রামকে দিল, *"আমার প্রতি কৃত এই অন্যায় তোমাতেই ফলুক, . . . সদাপ্রভুই তোমার ও আমার বিচার করুন"* (৫ পদ)। সারীর এই আচরণের মধ্যে প্রকৃত স্ত্রী-লোকের আচরণ ফুটে উঠেছে। সারী নিজে হাগারকে বিয়ে করার প্রস্তাব অব্রামকে জানিয়েছিল, এবং যুক্তি দিয়ে অব্রামকে এই প্রস্তাবে রাজী করিয়েছিল। কিন্তু অব্রাম যখন সেই প্রস্তাব মেনে নিল এবং পরিস্থিতির বিপাকে পড়ল, তখন সারী রুখে দাঁড়াল ও অব্রামের মুখের উপর বলল, "এ সবের জন্য তুমিই দোষী, ঈশ্বর তোমার বিচার করুন।" অর্থাৎ, হিংসা ও ব্যর্থতা সারীর উপর এমনভাবে চেপে বসল যে, অব্রামের সঙ্গে হাগারের বিয়েকে সারী অস্বীকার করল, যদিও সে নিজে তা সম্পাদন করেছে। হাগারকে স্ত্রীর আসন থেকে আবার দাসীর পদে নামিয়ে দিতে, সারী অব্রামের উপর বলপ্রয়োগ করল। সারীর এই কথায় অব্রাম যখন সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীনের ন্যায় আচরণ করল, তখন সারী হাগারকে দাসী হিসাবে দুঃখ দিতে শুরু করল; এবং এরই ফলস্বরূপ হাগার স্বামীর ঘর থেকে পালাল (৬ পদ)। অর্থাৎ দুই সতীনের মধ্যে ঝগড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

৩। <u>অব্রামের দায়িত্বজ্ঞান হীনতার আচরণ</u>- সারী যখন সমস্ত দোষ অব্রামের উপর চাপাল, তখন অব্রাম সারীকে বলল, *"দেখ, তোমার দাসী তোমারই হাতে; তোমার যা ভালো বোধ হয়, তার প্রতি তা-ই কর"* (৬ পদ)। পৃথিবীর আর পাঁচজন সাধারণ পুরুষের আচরণ আব্রামের মধ্যে প্রকাশিত। হাগার অব্রামের বিবাহিত স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, দুই স্ত্রীর মধ্যে তাকে ও তার উত্তরাধিকারীকে কেন্দ্র করে এই অশান্তির দায়িত্ব অব্রাম সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেল। একথা সত্য যে সারীর পরামর্শে অব্রাম হাগারকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু হাগারকে বিয়ে করার পর সারীর ন্যায় হাগরের প্রতিও অব্রামের দায়িত্বশীল আচরণ উচিৎ ছিল। কিন্তু অব্রাম সেই দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে এই অশান্তির মধ্যে নাক গলাতে চাইল না। বাস্তবে অব্রাম সারীকে এমন কথা বলল, "এ বিষয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয় না; এ তোমার সমস্যা, তুমিই সমাধানের পথ বের কর।" সারী এর আগে যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে তার নিজের পথ বের করেছিল (হাগারে সঙ্গে অব্রামের বিয়ে); ঠিক তেমনই এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে হাগারকে দুঃখ দেবার মানুষের পথকেই বেছে নিল।

মানুষ, আমরা যখন আমাদের পথে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ

করতে চাই, তখন তার পরিণতি এমনই হয়। প্রথমে হাগারকে দাসী থেকে অব্রামের স্ত্রী করা হয়েছিল, কিন্তু এই ভুল কাজের ফলস্বরূপ ঘটনাপ্রবাহ যখন বিপরীত পথে মোড় নিল, তখন আবার তাকে দাসী করে অপমানিত করা হল। অবশ্য এ জন্য যদিও আমরা হাগারের দোষকে অস্বীকার করতে পারি না, তার প্রতি সারী ও অব্রামের আচরণেরও সমালোচনা করতেও আমরা বাধ্য। কারণ, কোন মানুষের প্রতি তাদের এই আচরণ আমরা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচার কোন সাধারণ পরিবারে নয়) অব্রামের পরিবারে ঘটছে, যার সঙ্গে ঈশ্বর চুক্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, যার মাধ্যমে প্রতিজ্ঞাত সন্তান আসতে চলেছে এবং যার উত্তরসূরী হয়ে আমাদের পরিত্রাতা যীশু খ্রীস্ট এই পৃথিবীতে আসতে চলেছেন। অব্রাম ও সারী তাদের ভুলের মাসুল দিতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে! কারণ, আমাদের জীবনে পাপ শুরুতে ছোট বলে মনে হলেও, তা ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে।

৪। **হাগারের পলায়ণ**- হাগারের প্রতি অব্রাম ও সারী যখন এমন অন্যায় আচরণ করল, হাগার তা সহ্য করতে না পেরে, সে অব্রামের পরিবার থেকে পালাল) তার নিজের দেশ, মিসরের উদ্দেশে। শূর প্রান্তর (৭ পদ) ছিল মিসরের উত্তর-পূর্ব দিকে, হাগার এই প্রান্তরে কিছুদিন যাত্রা করে কদেশে (১৪ পদ) পর্যন্ত গিয়েছিল। গর্ভবতী মা নিজের সম্মান বাঁচাতে বা তার সন্তানের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে স্বামীর ঘর থেকে পালচ্ছে। হাগার চায় না তার নিজের ছেলে সারীর ছেলে হিসাবে পরিচিত হয়। কেবল তাই নয়, সে তার ছেলেকে অব্রামের ছেলের পরিচয় দিতেও রাজি নয়) কারণ অব্রামও তার প্রতি অবিচার করেছে) তাই, সে পালাচ্ছে।

হাগারের এই আচরণে, অব্রামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকেও হাগার অস্বীকার করেছে। যে প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করতে এই সমস্ত ঘটনার অবতারণা। মিস্রিয়া হাগার কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি সামান্যতম সম্মান জানায়নি। সে কেবল তার নিজের সম্মান ও তার ছেলের কথা চিন্তা করেছে।

অন্যদিকে, হাগারের এই পলায়ণে অব্রাম ও সারীর পরিস্থিতি একবার চিন্তা করে দেখুন। একজন দাসীর এই পলায়ণে তাদের তেমন চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই ঠিক কথা। কিন্তু আমরা ভুলে যাব না যে, সে অন্যান্য দাসীদের মত সাধারণ দাসী নয়, কারণ সে অব্রামের ঔরসে জাত সন্তানকে তার গর্ভে ধারণ করেছে। যে সন্তানকে এখনও পর্যন্ত অব্রাম ও সারী ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার সন্তান হিসাবে মনে করছে। তাই, হাগারের পলায়ণ অব্রামের পরিবারকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। তাদের ঘুম চলে গেছে এই চিন্তা করে) সেই সন্তানের কী হবে? সে কি জগতের মধ্যে হারিয়ে যাবে? তাহলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কী হবে? অব্রামের পরিবারের প্রতিটি মানুষ চড়ম অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অব্রাম ও সারীকে তাদের সামান্য অবিবেচনার ভুল পদক্ষেপের জন্য কড়ায়-গণ্ডায় মাসুল দিতে হচ্ছে।

এইভাবে, অব্রামের পরিবারে প্রতিটি ব্যক্তি মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তবু, তাদের প্রত্যেকেই নিজের কাজ সম্বন্ধে এমন কথা মনে মনে ভাবছে, "আমি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাইছি।" প্রত্যেকেই জানে যে তার প্রতিপক্ষই দোষী কেউ-ই তার নিজের হৃদয়ের পাপকে স্বীকার করতে রাজি নয়। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পথে পূর্ণ করতে গিয়েই অব্রাম ও সারী এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এখন এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর কি তাদের তাঁর নিজের পথ দেখাবেন? আগামী সপ্তাহে আমরা ঈশ্বরের পথ কী, তা দেখব। ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।